কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 ... 2013

পৃষ্ঠা ... কলাম ৫

মডেল ভবনের তালিকা থেকে মডেল স্কুলই বাদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি ►

সরকারের নতুন করে 'মডেল' ভবন নির্মাণের তালিকা থেকে নবাবগঞ্জ সরকারি মডেল স্কুলকেই বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের এক পরিপত্রে উপজেলা সদরে মডেল স্কুলকে সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে হবে বলা হলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় নির্বাচন করা হয় শহরতলির অন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মণীন্দ্র নাথ রায় ও অতিরিক্ত মহাপরিচালক এস এম মেসবাহ উল ইসলাম স্বাক্ষরিত দুটি পত্রে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে নতুন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের জন্য বিদ্যালয়ের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়। ওই পত্রে জানানো হয়, দেশের ৫২৩টি উপজেলা সদরে একটি করে বিদ্যালয়ে নিচতলা ফাঁকা রেখে নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। এ কাজে উপজেলা সদরে মডেল স্কুলকে সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে হবে। ওই সূত্র জানায়, শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে দুই দফায় পত্র আসার পর উপজেলা শিক্ষা অফিসের প্রস্তাবনা অনুযায়ী গত আগস্ট মাসে জেলা শিক্ষা অফিস চাঁপাইনবাবগঞ্জের পাঁচ উপজেলার পাঁচটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামের তালিকা পাঠান। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে পাঠানো ওই তালিকায় নবাবগঞ্জ সরকারি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার নয়ানশুকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পাঠানো হয়।

নতুন ভবনের তালিকা থেকে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি জানাজানি হলে মডেল স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবকদের মাঝে ক্ষোভ দেখা দেয়। অভিভাবক সমাবেশে তাঁরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

জানা যায়, ১৯৬৮ সালে নবাবগঞ্জ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান ভবনটি নির্মাণ করা হয়। ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় একতলা ভবনের ওপর ২০০২/০৩ সালে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। ২০১১ সাল থেকে বিদ্যালয়টি ফলাফলের দিক থেকে জেলার শীর্ষ বিদ্যালয়ের তালিকায় চলে আসায় এর শিক্ষার্থী সংখ্যাও বাড়তে থাকে। বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৭৪৪ জন, যা শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ১৯৬৮ সালে নির্মাণ করা বিদ্যালয়ের একতলা ভবনে বীমে ফাটল দেখা দিয়েছে। গত মাসে ক্লাস চলার সময় একটি কক্ষ থেকে ছাদের পলেস্তরা খসে পড়েছে। ওই ঘটনায় কোনো শিক্ষার্থী আহত না হলেও অভিভাবকদের মাঝে বিদ্যালয় ভবন নিয়ে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। বিষয়টি চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক সরদার সরাফত আলীকে জানানো হলে তিনি প্রকৌশল বিভাগকে ভবন পরীক্ষা করার নির্দেশ দিলে সদর উপজেলা প্রকৌশল শাখা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে গত ১ নভেম্বর বিদ্যালয় ভবনটি সিলগালা করে দেন। বিদ্যালয়ের অভিভাবক রিনা খাতুন বলেন, 'পুরাতন বিল্ডিংয়ের ওপর দ্বিতল ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্তটাই ছিল ভুল। পলেস্তরা খসে পড়ার দিন শিক্ষার্থীদের প্রাণহানিও ঘটতে পারত।'

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট শামসুল হক অভিযোগ করে বলেন, 'অসৎ উদ্দেশ্যে মডেল স্কুলের নাম পরিবর্তে অন্য স্কুলের নাম দেওয়া হয়েছে। যারা এ কাজ করেছেন তারা অন্যায়ভাবে করেছেন।'

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহীন আহম্মেদ খান বলেন, 'শিক্ষা অধিদপ্তরের পত্রের আলোকে মডেল স্কুলের নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আগের ডিপিও স্যার (সম্প্রতি বদলি হয়ে যাওয়া) সে প্রস্তাবনা নেননি।' তিনি বলেন, 'আমরা ঊর্ধ্বতন অফিসের অধীনে কাজ করি। তাই ডিপিও অফিসই এ বিষয়ে ভালো বলতে পারবে।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে সদ্য যোগদান করা আব্দুস সাত্তার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, সাধারণত উপজেলা শিক্ষা অফিসের প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট অফিসে পাঠানো হয়ে থাকে। তিনি বলেন, 'এখন মডেল স্কুলের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার বিষয়টি সামনে চলে এসেছে। এ-সংক্রান্ত তথ্য আমরা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে উপস্থাপন করছি।'